উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রকাশনায়: আয়কর বিভাগ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৭

৩০ নভেম্বর

উদ্ভাবনে বাড়বে কর
দেশ হবে স্বনির্ভর
কর দিতে করি পণ
দেশের হবে উন্নয়ন

১৬ অগ্রাহায়ণ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | বিশেষ ক্রোড়পত্র | ৩০ নভেম্বর ২০১৭

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৪
৩০ নভেম্বর ২০১৭

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির প্রাক্কালে আমি সকল সম্মানিত করদাতা এবং কর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আয়কর কেবল রাজস্ব আহরণের প্রধান খাত নয়, এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকরী মাধ্যম। পৃথিবীর সকল উন্নত রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর রাজস্ব আয়ের প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ এর পথ ধরে সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে আয়কর প্রদানকারীর সংখ্যা এবং আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির বিকল্প নেই।

আয়কর নিয়ে সচেতনতার অভাবে দেশের জনগণের মধ্যে এক ধরণের ভীতি কাজ করে। আয়কর সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়কর বিভাগ বিগত বছরসমূহে জাতীয় আয়কর দিবস উদ্‌যাপন, আয়কর মেলা ও আয়কর সপ্তাহ আয়োজনসহ বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া আয়কর প্রদানকারীগণকে ট্যাক্স কার্ড, পুরস্কার ও স্বীকৃতি প্রদানের ফলে জনগণ আয়কর প্রদানে আরো উৎসাহিত হবে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বছর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সারাদেশে ১৬১ টি ভেন্যুতে সপ্তাহব্যাপী আয়কর মেলা আয়োজন করেছে। এছাড়া ২৪-৩০ নভেম্বর সারাদেশে সকল কর অফিসে পালিত হয়েছে আয়কর সপ্তাহ। সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবার ১৪১ জন দীর্ঘমেয়াদী করদাতাসহ সারাদেশে ৫১৭ জন সর্বোচ্চ করদাতাকে সম্মাননা ও ট্যাক্স কার্ড প্রদান, দীর্ঘ সময় ধরে কর প্রদানকারী ৮৪ পরিবারকে 'কর বাহাদুর' পরিবার সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সম্মানিত করদাতাগণকে সেবা প্রদানের জন্যে আয়কর বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত এসকল কর্মসূচি মূলত জনসেবারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমি আশা করি উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সবাই সচেষ্ট থাকবে।

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৭ উদযাপন সফল ও সার্থক হোক- এ প্রত্যাশা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে আগামী ৩০ নভেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে। দিবসটি উদযাপনের প্রাক্কালে আমি সকল করদাতা এবং আয়কর বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সুশাসন ও আধুনিক কর ব্যবস্থাপনার শক্ত কাঠামো প্রস্তুতি হচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দায়িত্ব। সেজন্য জনবল বৃদ্ধি, মানসিকতা পরিবর্তন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গত কয়েক বছর ধরেই চলছে। তার সুফলও আমরা পাচ্ছি। উন্নয়নের অন্যতম উপাদান হলো সরকারি বাজেটের আয়তন। এই আয়তন বৃদ্ধিতে প্রয়োজন হলো ক্রমাগত বর্ধিত হারে রাজস্ব আদায়।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নানামুখি উদ্ভাবনী কর্মসূচির ফলে গোটা নভেম্বর মাসটিই এখন আয়কর বিষয়ক উৎসবের মাসে পরিণত হয়েছে। নভেম্বর ১ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত দেশের ১৬১ টি ভেন্যুতে আয়কর মেলা সম্পন্ন হয়েছে। এ বছর আয়কর মেলায় ২২১৭.৩৩ কোটি টাকা আয়কর আহরিত হয়েছে, ১১,৬৯,৫৬৯ জন আয়কর বিষয়ক সেবা পেয়েছেন, ২৯,২৫৪ জন নতুন টিআইএন গ্রহণ করেছেন এবং ৩,৩৫,৪৮৭ টি আয়কর রিটার্ন জমা হয়েছে। কর শিক্ষণ ফোরামের মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা রাজস্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছেন। এ বছর আয়কর মেলা থেকে করদাতাগণকে ইনকাম ট্যাক্স আইডি কার্ড প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করার অংশ হিসেবে ৮ নভেম্বর তারিখে 'জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত) ২০১৬' অনুযায়ী এবার ১৪১ জন দীর্ঘমেয়াদী করদাতাসহ সারাদেশে ৫১৭ জন সর্বোচ্চ করদাতাকে সম্মাননা ও ট্যাক্স কার্ড প্রদান করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। ঐদিনই প্রথমবারের মতো একই পরিবারের দীর্ঘ সময় ধরে কর প্রদানকারী ৮৪ জন পরিবারকে 'কর বাহাদুর পরিবার' সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া করদাতাদের সাহায্যার্থে সারা দেশে ৭২৯৯ জন ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার (ITP) নিয়োগ প্রদান এবং তাঁদেরকে ইতোমধ্যে সততা, নিষ্ঠা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করার শপথ পঠন এবং প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র প্রদান করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রশংসনীয় প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

আয়কর মেলা এ বছরের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলেও করদাতাদের সুবিধার্থে প্রতিটি আয়কর অফিসে ১২ থেকে ২৩ নভেম্বর বিকেন্দ্রীভূত আয়কর মেলা সম্পন্ন হয়েছে। ২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত উদযাপিত হয়েছে আয়কর সপ্তাহ। ৩০ নভেম্বর জাতীয় আয়কর দিবস পালনের মাধ্যমে নভেম্বর মাসের আয়কর উৎসবের সমাপ্তি হচ্ছে। একদিকে এ বছরের জন্য উৎসবের সমাপ্তি হতেই আগামী বছরের প্রস্তুতি শুরু হবে। তাই আয়কর কর্মচারীদের জন্য অবসর বাস্তবে থাকবে না।

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৭ সার্থক হোক এ কামনা রইল।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

জনকল্যাণে উন্নয়নের অক্সিজেন 'রাজস্ব' আহরণের কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। ৩০ নভেম্বর আয়কর দিবস ২০১৭ উদযাপনের লক্ষ্যে আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করছেন। দিবসটি উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে আমি দেশের সকল সম্মানিত করদাতা এবং করবিভাগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 'কর বাহাদুর পরিবার' ও সর্বোচ্চ করদাতা সম্মাননা প্রাপ্ত সকল সম্মানিত করদাতার প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে একটি রাজস্ব-বান্ধব ও করদাতা-বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১০ সাল থেকে আয়কর মেলার আয়োজন করে আসছে। করদাতাগণ উৎসবমুখর পরিবেশে আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিকট থেকে সেবা গ্রহণ করে থাকেন। জনপ্রশাসনে জনসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আয়কর মেলা এক অভূতপূর্ব সংযোজন। বাংলাদেশের আয়কর মেলা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের দরবারেও এখন দারুণভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।

দেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে বড় ও অভিনব আয়োজন আয়কর মেলা। গত ১-৭ নভেম্বর আয়কর মেলা আয়োজনের পাশাপাশি ১২-২৩ নভেম্বর পর্যন্ত সকল কর অঞ্চলে বিকেন্দ্রীভূত আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ২৪-৩০ নভেম্বর সারাদেশে সকল কর অঞ্চলে পালিত হচ্ছে আয়কর সপ্তাহ। সেখানে মেলার পরিবেশে সকল কর সেবা প্রদান করা হয়েছে। উদ্ভাবনী পদক্ষেপ হিসেবে পুরো নভেম্বর মাস জুড়ে সম্মানিত করদাতাগণকে ইনকাম ট্যাক্স আইডি কার্ড (Income Tax ID Card) প্রদান করা হয়েছে। ফলে সম্মানিত করদাতাগণ নিজেদেরকে রাষ্ট্রের উন্নয়নের গর্বিত অংশীদার হিসেবে মনে করছেন। সম্মানিত করদাতাদের সুবিধার্থে আধুনিক ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্বলিত ট্যাক্স কার্ড সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সম্মানিত করদাতাদের দেয়া কর দেশের কোন কোন উন্নয়নে কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিষয়টি জানানোর বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে মেগা প্রকল্প, বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিলবোর্ডের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরেছি। সৎ করদাতাদের উৎসাহিত করার অংশ হিসেবে 'জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত ২০১৬) অনুযায়ী এবার ১৪১ জন দীর্ঘমেয়াদী করদাতাসহ সারাদেশে ৫১৭ জন সর্বোচ্চ করদাতাকে সম্মাননা ও ট্যাক্স কার্ড প্রদান করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। ১৪১ জন দীর্ঘমেয়াদী করদাতার মধ্যে ব্যক্তি শ্রেণীর ৭৬ জন, কোম্পানি শ্রেণীর ৫৫টি এবং অন্যান্য শ্রেণীতে ১০ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান রয়েছেন। অন্যান্য করদাতা পর্যায়ে ১০টি ট্যাক্স কার্ড হল-ফার্ম ৪, ব্যক্তি সংঘ ২ ও অন্যান্য ৪টি। ১০টি সিটি করপোরেশনসহ ৬৪ জেলায় দীর্ঘমেয়াদী, সর্বোচ্চ, নারী ও তরুণ ক্যাটাগরিতে মোট ৫১৭ জনকে সেরা করদাতাকে সম্মাননা দেয়া হয়।

এ বছর প্রথমবারের মতো দীর্ঘ সময় ধরে কর প্রদানকারী ৮৪ (চুরাশি) পরিবারকে কর বাহাদুর পরিবার সম্মাননা প্রদান করা হয়। ট্যাক্স কার্ড ও কর বাহাদুর পরিবার ছাড়াও প্রথমবারের মতো ৪টি ক্যাটাগরিতে ১৩ (তের) জন সাংবাদিককে 'এনবিআর সেরা রিপোর্টার এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। এছাড়া 'সবাই মিলে দেব কর, দেশ হবে স্বনির্ভর' এবং 'জনকল্যাণে রাজস্ব' শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১২ (বার) জন শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'কর শিক্ষণ ফোরাম' (Tax Education Forum-TEF) একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করছে।

প্রতিবছরের মতো এবারও সম্মানিত করদাতাগণ বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য নিয়ে স্ব-প্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়কর মেলায় আয়কর প্রদান করেছেন। এবারের মেলায় করদাতাগণ দ্বিতীয় বারের মতো ই-ফাইলের মাধ্যমে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পেরে ব্যাপক উৎসাহবোধ করছেন। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক চেষ্টার ধারাবাহিকতায় আয়কর মেলায় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীন শুল্ক বিভাগ, ভ্যাট বিভাগ, ট্যাক্স ট্রাইব্যুনাল, শুল্ক ও মূসক ট্রাইব্যুনাল, সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের পৃথক বুথ স্থাপনের ফলে মেলায় আগত সম্মানিত করদাতাগণ শুল্ক, ভ্যাট, ট্রাইব্যুনাল, সঞ্চয় অধিদপ্তর এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালনের কার্যক্রমের সাথে সহজে পরিচিতি লাভ ও One Stop Service গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

'সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো' (Good Governance & Modern Management Framework GG&MMF) এর আওতায় দুর্নীতি (Corruption), হয়রানি (Harassment), অসদাচরণ (Misconduct) এবং বিশৃঙ্খলা (Indiscipline) এর বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' (Zero Tolerance) প্রয়োগ করে 6P (Patriotism, Political Guidance, People, Partnership, Planning & Performance) নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব আহরণ করে সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় আয়কর দিবস ২০১৭ এর যাবতীয় আয়োজন সুন্দর, সফল, সার্থক এবং করদাতা-বান্ধব হোক এ কামনা করছি।

মোঃ নজিবুর রহমান

আয়কর সপ্তাহ ২০১৭

উন্নয়নের জন্য আয়কর

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। আমরা এখন নিজেদের টাকায় উন্নয়ন করছি। পদ্মা সেতু, মেগা প্রকল্প হচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। উন্নয়নের অক্সিজেন হলো রাজস্ব। উন্নয়নের জন্য যে বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়, দেশ পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তার সিংহভাগ আসে কর-রাজস্ব থেকে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের মোট রাজস্বের প্রায় পঁচাশি ভাগ এবং মোট কর-রাজস্বের প্রায় ছিয়ানব্বই ভাগের যোগান দিয়ে উন্নয়নের মূল চালকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে।

আয়কর ও সারচার্জের মাধ্যমে বিত্তশালীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো ও ভর্তুকিসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ব্যয় করা হয়। এভাবে রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি সমাজের আয় ও সম্পদ বৈষম্য নিরসন করে একটি ন্যায়ভিত্তিক কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণে আয়কর ভূমিকা রাখে। আয়কর ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর ও গণমুখী উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আহরণে বর্তমান সরকারের সময় ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। বিশ্বের সর্বোত্তম চর্চিত নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে আয়কর আইনে সংস্কার আনা হয়েছে। বাংলা ভাষায় নতুন আয়কর আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। কর আহরণ ও কর সেবা প্রদানসহ কর ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি-সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে আয়করের পথ পরিক্রমা

বাংলাদেশ ভূখন্ডে প্রথম আয়করের প্রচলন হয় ১৮৬০ সালে, বৃটিশ ভারতে। শুরুর দিকে মোট রাজস্বে আয়করের অবদান উল্লেখযোগ্য না হলেও রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি সামাজিক বন্টনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হওয়ার কারণে আয়কর কালক্রমে অন্যতম প্রধান রাজস্ব আহরণকারী খাতে উন্নীত হয়। উন্নত বিশ্বে মোট রাজস্বের ৫০ শতাংশের বেশি আয়কর থেকে আহরিত হয়। বাংলাদেশেও এক সময় আয়কর খাতে মোট রাজস্বের মাত্র ১০ শতাংশ আহরিত হতো। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটে আয়কর খাত থেকে ৩৫ শতাংশ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের আয়কর ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য মাইলফলকগুলো নিম্নরূপ:

১৯৭২ ● জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন।
১৯৮৪ ● আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ প্রবর্তন।
১৯৯০ ● ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার জন্য স্বনির্ধারণী ব্যবস্থার প্রবর্তন।
১৯৯৩ ● করদাতা সনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ব্যবস্থার প্রবর্তন।
১৯৯৯ ● নিট সম্পদ সারচার্জ প্রবর্তন।
২০০৩ ● কোম্পানি শ্রেণির করদাতার জন্য স্বনির্ধারণী ব্যবস্থার প্রবর্তন।
২০০৪ ● ফাংশনাল কর ব্যবস্থার প্রচলন: বৃহৎ করদাতা ইউনিট গঠন।
২০০৭ ● সার্বজনীন স্বনির্ধারণী ব্যবস্থা প্রবর্তন।
২০০৮ ● কর ফাঁকির জন্য প্রসিকিউশন মামলা দায়ের শুরু।
● জাতীয় আয়কর দিবস প্রবর্তন।
● সেরা করদাতা পুরস্কার প্রবর্তন।
২০১০ ● আয়কর মেলার প্রচলন।
২০১১ ● কর বিভাগের সম্প্রসারণ।
২০১২ ● e-Payment ব্যবস্থার প্রবর্তন।
● বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থা প্রচলন।
● পরীক্ষামূলক অনলাইন রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থা চালু।
২০১৩ ● e-TIN এর প্রবর্তন।
● e-TIN Help Line (নম্বর ০৯ ৬১১ ৭৭৭ ১১১) চালু।
২০১৪ ● ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল গঠন।
২০১৫ ● জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে 'সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো' (Good Governance & Modern Management Framework-GG&MMF) প্রবর্তন।
● কর মেলার সম্প্রসারণ।
২০১৬ ● নতুন রাজস্ব ভবনে কেন্দ্রীয় কর মেলা অনুষ্ঠান।
● আয়কর সপ্তাহ প্রবর্তন।
● ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল সক্রিয়করণ।
● অনলাইন রিটার্ন দাখিল ব্যবস্থার প্রবর্তন।
● ট্যাক্স অনলাইন হেল্প সেন্টার (নম্বর ০২ ৫৫ ৬৬ ৭০৭০) চালু।
● আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট অনুবিভাগ, কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, কাস্টমস্ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, বিসিএস কর একাডেমি ও বিসিএস কাস্টমস্ ও ভ্যাট একাডেমি এবং সঞ্চয় অধিদপ্তর কর্তৃক One Stop Service প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
● নতুন ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা প্রণয়ন করে কর প্রণোদনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ।
২০১৭ ● আয়কর ক্যাম্প অনুষ্ঠান প্রবর্তন।
● "কর বাহাদুর পরিবার" পুরস্কারের প্রবর্তন।
● সম্মানীত করদাতাদের "ইনকাম ট্যাক্স আইডি কার্ড" প্রদান।
● এনবিআর সেরা রিপোর্টার্স এ্যাওয়ার্ড (পুরস্কার) প্রবর্তন।
● অংশীজনদের সাথে রাজস্ব সংলাপ, সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ, রাজস্ব হালখাতার প্রবর্তন।
● কমিশনার অব দি মানথ এবং কমিশনার অব দি ইয়ার সম্মাননা প্রবর্তন।
● ৭২৯৯ জন নতুন ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার (ITP) নিয়োগ প্রদান।
● বিকেন্দ্রীভূত আয়কর মেলার প্রবর্তন।
● সম্মানিত করদাতাদের সুবিধার্থে আধুনিক ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সম্বলিত ট্যাক্স কার্ড সেন্টার স্থাপন।
● কর শিক্ষণ ফোরাম (Tax Education Foram-TEF) প্রবর্তন।

কর-সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি

দেশে জনগণের অংশীদারিত্বে একটি পরিপালনমুখী কর-সংস্কৃতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যেসব উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো: 'আধুনিক এনবিআর' গড়ার প্রত্যয়ে সুশাসন (Good Governance) ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (Modern Management Framework) এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উন্নততর করসেবা প্রদানের লক্ষ্যে অফিস ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টি, তথ্য-প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার এবং কর্ম পরিচালনা ও সেবা প্রদানে শুদ্ধাচার এর মাধ্যমে কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। জাতীয় আয়কর দিবসের পাশাপাশি আয়কর সপ্তাহ, আয়কর মেলা, রাজস্ব সংলাপ, রাজস্ব হালখাতা, আয়কর ক্যাম্প, সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ, রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ ইত্যাদি উদ্ভাবনীমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে দেশের রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

আয়কর মেলা: ২০১০ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রথমবারের মত ঢাকা ও চট্টগ্রামে আয়কর মেলার আয়োজন করে। মেলায় করদাতাদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করে ২০১১ সালে সকল বিভাগীয় শহরে, ২০১২ সালে সকল বিভাগীয় শহর ও ১০টি বৃহৎ জেলা শহরে এবং ২০১৩ সাল থেকে সকল বিভাগীয় ও জেলা শহরে আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়। ২০১৫ সাল থেকে বিভিন্ন উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ করমেলা অনুষ্ঠানসহ আরো বৃহত্তর পরিসরে আয়কর মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। মেলায় ওয়ানস্টপ সার্ভিসে করদাতাগণ টিআইএন নিবন্ধন ও সনদ গ্রহণ, কর পরামর্শ গ্রহণ, কর পরিশোধ, অনলাইন রিটার্নের আইডি ও পাসওয়ার্ড গ্রহণ এবং আয়কর রিটার্ন দাখিলের সুযোগ পান। বিভিন্ন বছরে অনুষ্ঠিত আয়কর মেলার কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

এক নজরে বিগত ০৮(আট) বছরের আয়কর মেলার সাফল্য

আয়কর মেলা	মেলার স্পট সংখ্যা	নতুন TIN/ e-TIN ইস্যু	আয়কর রিটার্ন দাখিল	আয়কর আহরণ (কোটি টাকায়)	সেবা গ্রহণকারী (সংখ্যা)
আয়কর মেলা-২০১০	২	৫,৬৩৮	৫২,৫৪৪	১১৩	৬০,৫১২
আয়কর মেলা-২০১১	৮	১০,০৪১	৬২,২৭২	৪১৪	৭৫,১২০
আয়কর মেলা-২০১২	১৮	১৬,২৮৭	৯৭,৮৬৭	৮৩১	৩৪৬,৮৬৭
আয়কর মেলা-২০১৩	৬৪	৮৬,৬৯৩	১,৩২,০১৭	১,১১৭	৫১০,১৪৫
আয়কর মেলা-২০১৪	৬৪	২৬,৭৪৫	১,৪৯,৩০৯	১,৬৭৫	৬,৪৯,১৮৫
আয়কর মেলা-২০১৫	৬৪	১৫২০০	১,৬১,০৬০	২০৩৫.৩৫	৭৫৭৭৫৪
আয়কর মেলা-২০১৬	১৫০	৩৬৮৫৩	১,৯৪,৫৯৮	২১২৯.৬৭	৯,২৮,৯৭৩
আয়কর মেলা-২০১৭	**১৬৭**	**২৯,২৫৪**	**৩,৩৫,৪৮৭**	**২২১৭.৩৩**	**১১,৬৯,৫৬৯**

পে-রোল ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা: উন্নত দেশগুলোতে আয়করের বড় অংশ আসে পে-রোল তথা বেতন-ভাতা উৎসের আয় হতে। অথচ বাংলাদেশে আয়করের মাত্র ৩ শতাংশ বেতনসূত্রে আহরিত হয়। পে-রোল উৎস হতে যথাযথ কর আহরণের জন্য পে-রোল ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে পে-রোল ট্যাক্স সংক্রান্ত আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, প্রশিক্ষণ, অংশীদারিত্ব সংলাপ এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সংস্কারের মাধ্যমে পে-রোল খাতে আয়কর সংগ্রহ, নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা এবং রিটার্ন দাখিলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করছে।

কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন: বছরব্যাপী নিয়মিত করসেবা ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগীয় শহরসহ বিভিন্ন স্থানে ১৪টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এ সকল সেবা কেন্দ্রে টিআইএন সংগ্রহ, আয়কর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ, আয়কর সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ভবিষ্যতে সারা দেশে সেবা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

কর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ: কর পরিপালন সহজ করার জন্য কর শিক্ষা অপরিহার্য। কর বিষয়ক প্রশিক্ষণ আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য কর একাডেমির প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ঢেলে সাজানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ করে অন্যান্য বিভাগ/ক্যাডারের কর্মকর্তা ও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন পেশাজীবী ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সমিতিতে ট্রান্সফার প্রাইসিংসহ আয়করের মৌলিক বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ পরিচালনা করা হচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কর শিক্ষণ ফোরাম: অংশীদারিত্বমূলক কর পরিপালন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কর প্রদানে সমর্থ নাগরিকগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে কর শিক্ষণ ফোরাম গঠন করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে কর বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করে দেশের কর সংস্কৃতি বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারেন সে উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীগণকে কর শিক্ষণ ফোরামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি কর অঞ্চলের কর কমিশনারের আওতায় কর শিক্ষণ ফোরাম বিভিন্ন শ্রেণির করদাতার কর বিষয়ক জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করবে এবং নিয়মিত আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে কর বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ই-ট্যাক্স: করসেবা ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্য